এ বারেও এগিয়ে মেয়েরা

আজ শুরু হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা

মুর্শিদাবাদ	নদিয়া
পরীক্ষা কেন্দ্র: ৩০টি	পরীক্ষা কেন্দ্র: ৪টি
পরীক্ষার্থী: ১৬,২২৪	পরীক্ষার্থী: ২২২৬
ছাত্র: ৪ হাজার ৯৭৫ জন	ছাত্র: প্রায় ৭০০
ছাত্রী: ১১ হাজার ২৪৯ জন	ছাত্রী: প্রায় ১৫০০

> পরীক্ষা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য আমরা সব রকমের পদক্ষেপ করেছি।
>
> **মিতালি দত্ত**
> স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক), নদিয়া

> পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারে, সে ব্যাপারে প্রশাসন আমাদের আশ্বাস দিয়েছে।
>
> **ইফতিকার আহমেদ**
> ভারপ্রাপ্ত জেলা আধিকারিক, (মাদ্রাসা শিক্ষা), মুর্শিদাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত কয়েক বছরের প্রবণতা বজায় থাকল এ বারও। আজ, সোমবার রাজ্যজুড়ে হাই মাদ্রাসা পরীক্ষা। দক্ষিণবঙ্গের দুই জেলা—নদিয়া ও মুর্শিদাবাদের এ বারও ছাত্রের থেকে ছাত্রীরা বেশি সংখ্যায় পরীক্ষায় বসছে। মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা প্রায় তিনগুণ।

মুর্শিদাবাদের ১৬,২২৪ জন পড়ুয়া আজ পরীক্ষায় বসবে। তার মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা মাত্র ৪,৯৭৫। আর ছাত্রীর সংখ্যা ১১,২৪৯। ভারপ্রাপ্ত জেলা আধিকারিক (মাদ্রাসা শিক্ষা) ইফতিখার আহমেদ জানান, ৩০টি কেন্দ্রে এ বছর পরীক্ষা নেওয়া হবে। পরীক্ষার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছতে পারে, সে ব্যাপারে প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে। পরীক্ষা শুরু হবে বেলা পৌনে ১২টায়। পরীক্ষা কেন্দ্রের ২০০ মিটারের মধ্যে ১৪৪ ধারা জারি করা হবে। পরীক্ষা চলবে ১৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

শেষ আদমসুমারি অনুযায়ী, সারা দেশেই নারীদের শিক্ষার হার পুরুষের তুলনায় কম। কিন্তু ফি বছর হাই মাদ্রাসার পরীক্ষায় ছাত্রীর সংখ্যা কেন এত বেশি? ইফতিখার আহমেদ জানাচ্ছেন, মুর্শিদাবাদ এমনিতেই অর্থনৈতিক ভাবে অনগ্রসর। জেলায় কাজের সুযোগ সে ভাবে নেই। ফলে মানুষের অভাব রয়েছে। ছেলেরা একটি বড় হতেই ট্রেনে চেপে ভিন রাজ্যে বা কখনও বা ভিন দেশেও কাজে চলে যায়। মাঝপথেই থেমে যায় তাদের পড়াশোনা। অন্যদিকে মেয়েরা বিয়ের আগে পর্যন্ত পড়াশোনাটা চালিয়ে যায়। আর তার ফল হল ফি বছর পরীক্ষায় ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি।

অন্য দিকে, নদিয়ায় ১৬টি মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা ৪টি পরীক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা দেবে। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ২,২২৬। নদিয়াতেও এ বছর ছাত্রের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি। রাজ্য মাদ্রাসা বোর্ডের এক কর্মচারী দেলওয়ার হোসেন বলেন, "এ বছর নদিয়ায় প্রায় দেড় হাজার জন ছাত্রী ও ৭০০ জন ছাত্র পরীক্ষা দেবে।"

নির্বিঘ্নে পরীক্ষা শেষ করতে প্রশাসন পরীক্ষাকেন্দ্রে মেডিক্যাল টিমের ব্যবস্থা করেছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার মোড়গুলিতে যাতে কোনও রকম যানজট না তৈরি হয়, সে দিকে নজর দেবে পুলিশ। নদিয়ার স্কুল পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মিতালি দত্ত বলেন, "পরীক্ষা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনার জন্য আমরা সব রকমের পদক্ষেপ করেছি।"

প্রমাণ-৯

আনন্দবাজার পত্রিকা ৬ই ফেব্রু: 2017

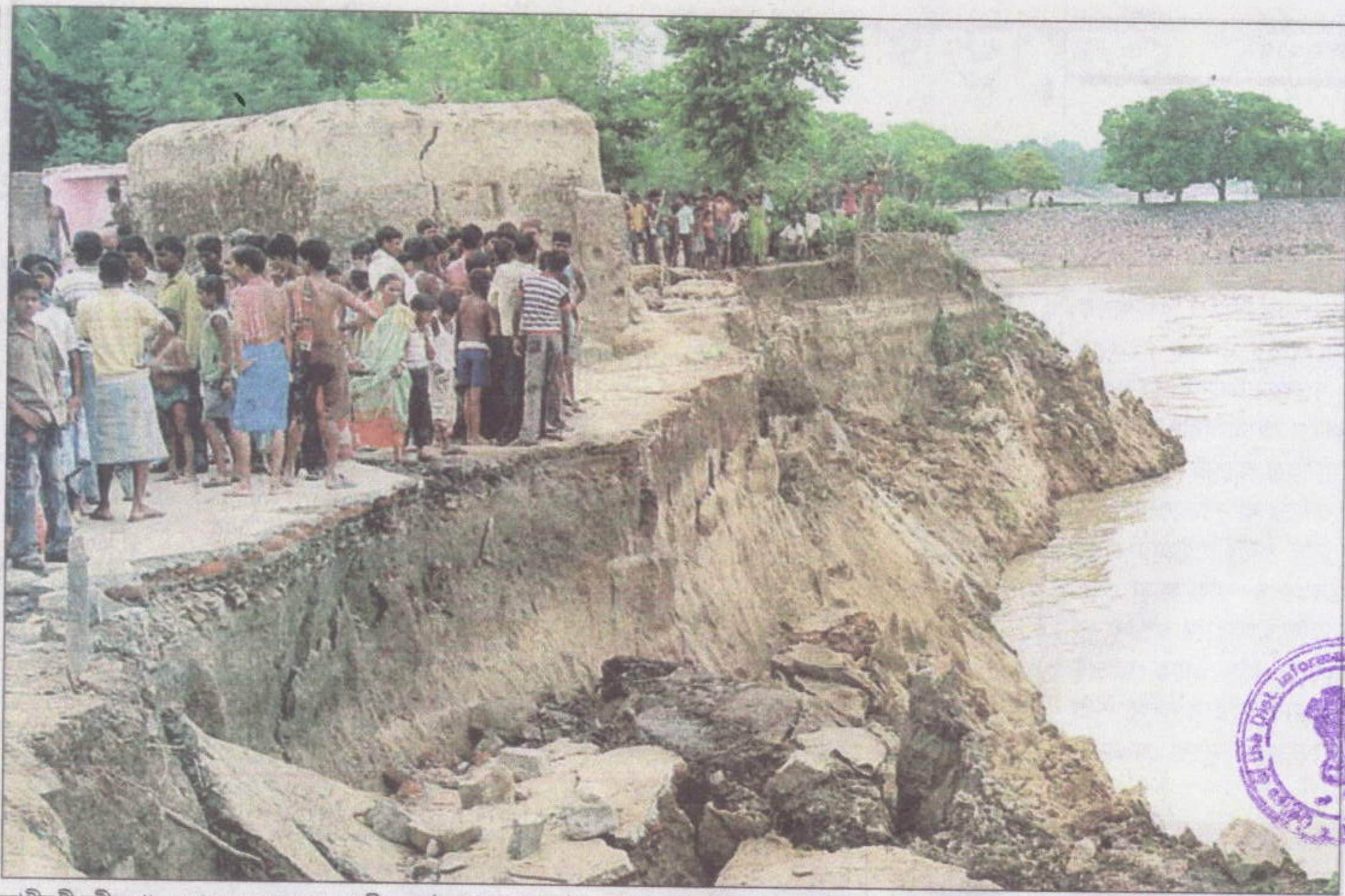

ভাগীরথী নদীর পাড়ে ভাঙন দেখতে গ্রামবাসীরা। এইসব এলাকাতেই লাগানো শুরু হয়েছে ভেটিভার ঘাস। ছবি: প্রভাত সরকার

ভাঙন রুখতে সম্বল ভেটিভার ঘাস

প্রভাত সরকার

ফরাক্কা, ৫ ফেব্রুয়ারি— ভাগীরথী নদীর ভাঙন রুখতে ভেটিভার ঘাস লাগানোর কাজ শুরু করেছে প্রশাসন। রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের রানীনগর ও কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঘাস লাগাচ্ছে স্থানীয় প্রশাসন। অন্যান্য ব্লকেও এই ঘাস লাগানোর কাজ শুরু হবে শিগগিরই।

জঙ্গিপুর মহকুমার ফরাক্কা থেকে সাগরদিঘি পর্যন্ত গঙ্গা-ভাগীরথী নদীর তীর বরাবর প্রতিবছর ভাঙন প্রায় সারা বছর ধরে চলে। ভাঙনের ফলে নদীগর্ভে তলিয়ে যায় হাজার হাজার বিঘা জমি, বসতবাড়ি।

ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করেন কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রকের অধীন ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাই ভাঙন প্রতিরোধের কাজে এবার এগিয়ে এসেছে স্থানীয় ব্লক প্রশাসনও। রাজ্য সেচ দপ্তর ইতিমধ্যেই ভাঙন প্রবণ এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করেছে। সে সমস্ত এলাকায় ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ কাজ করছেন। সেই সমস্ত এলাকা বাদ দিয়ে বাকি ভাঙন প্রবণ এলাকায় কাজ করছে রাজ্য সেচ দপ্তর। পাশাপাশি ভাঙন প্রতিরোধের কাজে এগিয়ে এসেছে স্থানীয় ব্লক প্রশাসনও। প্রশাসনের দাবি, এক বর্গফুট লম্বা ও চওড়া এই বিশেষ ধরনের ভেটিভার ঘাস ভাঙন প্রবণ এলাকায় লাগিয়ে ভাল সাফল্য পাওয়া গেছে। তাই আরও বেশি এলাকা জুড়ে এই ঘাস লাগানো হচ্ছে।রঘুনাথগঞ্জ ১ নম্বর ব্লকের বিডিও অর্ণবপ্রসাদ মান্না জানান, স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভাগীরথী নদীর ভাঙন প্রতিরোধের জন্য রানীনগর ও কানুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিশেষ ধরনের ভেটিভার ঘাস লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে।

এই ঘাস লাগানোর ফলে নদী তীরবর্তী এলাকার ভাঙন কিছুটা হলেও কমবে। একদম ভাঙনের মুখে এমন এলাকা নয়। যে সমস্ত এলাকা এখনও ভাঙনের কবলে পড়েনি সে সমস্ত এলাকাতেই এই ঘাস লাগানো হচ্ছে।

যে সমস্ত এলাকায় নদীর পাড় বাঁধানো হয়েছে সেখানেও এই ঘাস লাগানো হচ্ছে। উন্নতমানের এই ভেটিভার ঘাসগুলি আনা হয়েছে নদীয়ার কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন নার্সারি থেকে। নদীর ভাঙনপ্রবণ এলাকাগুলিতে ভেটিভার ঘাস লাগানোর জন্য প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে বরাদ্দ করা হয়েছে ১০ লক্ষ টাকা। এলাকাজুড়ে কাজ শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে।

ভেটিভার লাগিয়ে পুরস্কৃত নদীয়া

অমিতকুমার ঘোষ: কৃষ্ণনগর, ৫ ফেব্রুয়ারি— ভাঙনরোধে নদীর পাড়ে ভেটিভার ঘাস লাগিয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে নদীয়া জেলা। সে কারণে এমন ভাল উদ্যোগ নেওয়ার জন্যে নদীয়া জেলাকে পুরস্কৃত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। শুধুমাত্র ভাঙনই নয়, ভেটিভারের পাতা দিয়ে হস্তশিল্প সামগ্রী তৈরির উদ্যোগও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে রাজ্য পঞ্চায়েত সম্মেলনে নদীয়া জেলাকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। সেখানে উপস্থিত থেকে পুরস্কার নিয়েছেন নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি বাণীকুমার রায়, জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন আধিকারিক বাবুলাল মাহাতো। পুরস্কার হিসেবে ১৫ লক্ষ টাকার চেক এবং ট্রফি দেওয়া হয়েছে। নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি বাণীকুমার রায় জানিয়েছেন, ভাঙনরোধে ভেটিভার ঘাস লাগিয়ে নদীয়া জেলা যেভাবে সফল হয়েছে তার স্বীকৃতিস্বরূপ এবং এই প্রকল্প অন্যান্য জেলাও অনুসরণ করে সেজন্যেই এই পুরস্কার দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আজকাল ৬ ই ফেব্রুয়ারী ২০১৭